প্রথম আলো
31 JUL 2026

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা
www.epb.gov.bd

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই ২০২৬ খ্রি.

নং-২৬.০২.০০০০.০০.০১৯.৫১.০০০২.২৬/৬৭২(১)

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২৫-২০২৬ প্রাপক নির্বাচনের জন্য অনলাইনে আবেদন আহবান

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি' প্রাপক নির্বাচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিবন্ধিত দেশি/বিদেশি পণ্য ও সেবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন আহবান করা হচ্ছে।

০২। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০২৫ অনুসারে পণ্য ও সেবা খাতসমূহ ২৯টি খাতে বিভক্ত। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে খাতওয়ারী ন্যূনতম রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) নিম্নরূপ:

ক্র:নং	পণ্য ও সেবা খাত	ন্যূনতম আয়	ক্র:নং	পণ্য ও সেবা খাত	ন্যূনতম আয়
১)	তৈরি পোশাক (ওভেন)	৭০	১৬)	সিরামিক পণ্য	৪
২)	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	৭০	১৭)	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	৫
৩)	সকল ধরণের সুতা (ডেনিম ব্যতীত)	৩০	১৮)	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য	৮
৪)	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	১৫	১৯)	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	৫
৫)	ডেনিম ফেব্রিক্স ও ডেনিম তৈরি পোশাক	২০	২০)	কম্পিউটার সার্ভিসেস	২
৬)	হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	৫৫	২১)	প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং পণ্য	৮
৭)	হিমায়িত খাদ্য	১০	২২)	গার্মেন্টস এক্সেসরিজ পণ্য	৮
৮)	পাটজাত দ্রব্য	১০	২৩)	অপ্রচলিত পণ্য (কাঁকড়া, কুচিয়া, গরুর নাড়ি ভুরি, মাছের আঁশ, চুল ইত্যাদি)	১
৯)	চামড়া (ক্রাস্ট/ফিনিশড)	১০	২৪)	নারী উদ্যোক্তা রপ্তানিকারক (ব্যক্তি: লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত)	১
১০)	চামড়াজাত পণ্য	২	২৫)	আসবাবপত্র	৩
১১)	ফুটওয়্যার (সকল)	৪	২৬)	ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি	৫
১২)	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	১	২৭)	বেসিক কেমিক্যালস	২০
১৩)	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	২	২৮)	ম্যান মেইড ফিলামেন্টস এবং স্ট্যাপল ফাইবার	২৫
১৪)	হস্তশিল্পজাত পণ্য	০.৫	২৯)	কাগজ এবং কাগজের পণ্য	২০
১৫	প্লাস্টিক ও মেলামাইন পণ্য	৩			

০৩। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সকল কার্যালয়, ব্যুরোর ওয়েবসাইট (www.epb.gov.bd), সকল চেম্বার/এসোসিয়েশন, বেজা ও বেপজা কার্যালয় হতেও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২৫-২০২৬ -এর আবেদনের তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। **অনলাইনে আবেদনের লিংক:** http://services.mincom.gov.bd/portal/home এর মাধ্যমে প্রবেশ অথবা সরাসরি http://43.229.15.128/portal/export-trophy| **আগামী ০১ আগস্ট হতে ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে।**

০৪। আবেদনের সাথে যেসব ডকুমেন্টস সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে: (ক) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্পোরেট ট্যাক্স পরিশোধের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস-এর প্রত্যয়নপত্র; (খ) ঋণ খেলাপী নয় মর্মে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে ঘোষণাপত্র; (গ) পরিবেশ অধিদপ্তরের হালনাগাদ সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর লেটারহেড প্যাডে প্রতিষ্ঠানের নাম, রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম ও এফওবি মূল্যে প্রত্যাবাসিত মূল্য (মিলিয়ন মা. ডলারে) প্রদানপূর্বক ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এক পাতার প্রসিড রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট (PRC)-এর মূল ফর্দ; (ঙ) প্রচ্ছন্ন ও আংশিক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে এক পাতার মূল পিআরসি-এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নতুন ছক অনুযায়ী ই-পিআরসি সংযুক্ত করতে হবে; (চ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে কারখানার কমপ্লায়্যান্স সনদ এবং (ছ) অনলাইন আবেদন ফরম-এর শর্তানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য তথ্য/ডকুমেন্টস।

০৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান একাধিক পণ্য ও সেবা রপ্তানি করলে সেক্ষেত্রে পণ্য ও সেবা খাতওয়ারী (HS code) পৃথক আবেদন দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ এক খাতের রপ্তানিকারক কর্তৃক অন্য কোন খাতের সাথে একত্রে রপ্তানি আয় প্রদর্শন করা হলে আবেদন বাতিলযোগ্য হবে।

০৬। দাখিলকৃত পিআরসি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমের (OEMS) তথ্যভান্ডারের সাথে যাচাই করা হবে। True Single Source হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের OEMS তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আয়কে চূড়ান্ত ও সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

০৭। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফির জন্য অনলাইনে আবেদন উপরে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনপূর্বক আগামী ৩১ আগষ্ট ২০২৬ খ্রি. তারিখ-এর মধ্যে দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮। অনলাইন পদ্ধতিতে বিলম্বে আবেদন দাখিল/গ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পণ্য বিভাগ-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

K. Sultana
২৮/৭/২০২৬
(কুমকুম সুলতানা)
পরিচালক
পণ্য বিভাগ
E-mail: dir-commodity@epb.gov.bd

31 JUL 2026

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা
www.epb.gov.bd

নং-২৬.০২.০০০০.০০.০১৯.৫১.০০০২.২৬/৬৭৩(১)

তারিখঃ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই ২০২৬ খ্রি.

সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৭ নির্বাচনের জন্য অনলাইনে আবেদন আহবান

সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৭ নির্বাচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিবন্ধিত পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে নিয়োজিত দেশি/বিদেশি রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন আহবান করা হচ্ছে।

০২। সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০২৩ অনুসারে পণ্য ও সেবা খাত ৩৫টি খাতে বিভক্ত। সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৭ এর জন্য আগ্রহী রপ্তানিকারকদের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের পণ্য ও সেবা খাতওয়ারী ন্যূনতম রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) নিম্নরূপঃ

ক্রনং	পণ্য ও সেবা খাত	ন্যূনতম আয়	ক্রনং	পণ্য ও সেবা খাত	ন্যূনতম আয়
(১)	কাঁচা পাট	৫.০০	(১৯)	টেরিটাওয়েল	৫.০০
(২)	পাটজাত দ্রব্য (জুট ইয়ার্ন ও টোয়াইন, জুট কার্পেট, জুট ম্যানুফেকচারার্স)	১০.০০	(২০)	ফুল-কলিয়েজ	১.৫০
(৩)	বহুমুখী (ডাইভারসিফাইড) পাটজাত পণ্য (ফ্যাশনেবল জুতা ও ব্যাগ, জুট জিও টেক্স ইত্যাদি)	২.০০	(২১)	সকল ধরনের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য	৮.০০
(৪)	চামড়া (ক্রাস্ট/ফিনিশড)	১০.০০	(২২)	প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং পণ্য	৪.০০
(৫)	চামড়াজাত দ্রব্য (চামড়ার জুতা, অচামড়াজাত জুতা, ব্যাগ, ওয়ালেট, বেল্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি)	৪.০০	(২৩)	গার্মেন্টস এক্সেসরিজ পণ্য	৪.০০
(৬)	হিমায়িত খাদ্য, জীবিত ও বরফায়িত মাছ	১০.০০	(২৪)	সিরামিক পণ্য ও মেলামাইন পণ্য	১.৫০
(৭)	চা	১.০০	(২৫)	প্লাস্টিকজাত পণ্য	১.০০
(৮)	তৈরি পোশাক (ওভেন)	৭০.০০	(২৬)	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	১৫.০০
(৯)	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	১.০০	(২৭)	জাহাজ ও সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলার	২০.০০
(১০)	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (প্রসেসড জ্যাম, জেলি, আচার, মশলা, চিপস, চিড়া, মুড়ি জাতীয় পণ্য) (তামাক ব্যতীত)	১.০০	(২৮)	আসবাবপত্র	৩.০০
(১১)	সাইকেল ও বাইসাইকেল এবং মোটর সাইকেল/অটোমোবাইল পার্টস/অন্যান্য মোটর গাড়ী	৪.০০	(২৯)	নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য ও সেবা	১.০০
(১২)	একুমুলেটরস এন্ড ব্যাটারি	১.০০	(৩০)	বিবিধ পণ্য (জুয়েলারি, হ্যাট ও ক্যাপ; টয়লেট্রিজ, খেলনা এবং অন্যান্য)	১.০০
(১৩)	ফার্মাসিটিউক্যাল প্রোডাক্টস/স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী	৫.০০	(৩১)	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও কম্পিউটার পেরিফেরালস্	২.০০
(১৪)	হস্তশিল্পজাত ও কারুপণ্য	১.০০	(৩২)	কনসালটেন্সি ও মেইনটেনেন্স	৫.০০
(১৫)	স্পেশালাইজড টেক্সটাইল/হোম টেক্সটাইল (বাথরোব, ডোর কার্টেন, কুশন কভার, বেডশীট, বেড কভার, পিলো কভার ইত্যাদি)	৫৫.০০	(৩৩)	সফটওয়্যার ও আইসিটি এনাবল সার্ভিসেস	১.০০
(১৬)	তৈরি পোশাক (নীটওয়্যার)	.৭০.০০	(৩৪)	ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি	৫.০০
(১৭)	সকল ধরনের সুতা (ডেনিম ব্যতীত) ও ম্যান মেইড ফাইবার	৩০.০০	(৩৫)	অন্যান্য সেবা খাত (ইভেন্টিং, বায়িং হাউজ, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং, ব্যাংকিংসহ বিদ্যমান রপ্তানি নীতি অনুযায়ী)	৫.০০
(১৮)	ডেনিম ফেব্রিক্স ও ডেনিম তৈরি পোশাক	২০.০০			

০৩। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সকল কার্যালয়, ব্যুরোর ওয়েবসাইট (www.epb.gov.bd), সকল চেম্বার/এসোসিয়েশন, বেজা ও বেপজা কার্যালয় হতেও সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৭ এর আবেদনের তথ্য ও লিঙ্ক সংগ্রহ করা যাবে। অনলাইনে আবেদনের লিংক: http://services.mincom.gov.bd/portal/home এর মাধ্যমে প্রবেশ অথবা সরাসরি http://43.229.15.128/portal/cip

আগামী ০১ আগস্ট হতে ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে।

০৪। আবেদনের সাথে যেসব হালনাগাদ ডকুমেন্টস দাখিল করতে হবে: (ক) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আয়কর পরিশোধের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস হতে সনদ (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান); (খ) মূল্য সংযোজন কর (VAT) পরিশোধ সংক্রান্ত সনদ; (গ) ঋণ খেলাপী নয় ও অর্থ পাচার মামলার জড়িত নয় মর্মে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে ঘোষণাপত্র; (ঘ) পরিবেশ অধিদপ্তরের হালনাগাদ সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর লেটারহেড প্যাডে প্রতিষ্ঠানের নাম, রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম ও এফওবি মূল্যে প্রত্যাবাসিত মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) প্রদানপূর্বক ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এক পাতার প্রসিড রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট (PRC) এর মূল কপি; (চ) প্রচ্ছন্ন ও আংশিক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে এক পাতার মূল পিআরসি এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ই-পিআরসি সংযুক্ত করতে হবে; এবং (ছ) অনলাইন আবেদন ফরম এর শর্তানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য তথ্য/ডকুমেন্টস।

০৫। সিআইপি'র জন্য একই মালিকানাধীন গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ একই ক্যাটাগরি/খাতভুক্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানি করলে গ্রুপের নাম, প্রতিটি ইউনিটের রপ্তানি নাম, আয়, পণ্যের বিবরণ ও যাচিত অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক Certificate of Incorporation-সহ গ্রুপের পক্ষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কেবলমাত্র একজন আবেদন করতে পারবেন।

০৬। কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক পণ্য ও সেবা রপ্তানি করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য ও সেবা-অনুযায়ী (HS Code) পৃথক পৃথক আবেদন দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ এক খাতের পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক কর্তৃক অন্য কোন খাতের রপ্তানি আয় আবেদনে একত্রে প্রদর্শন করা হলে আবেদন বাতিলযোগ্য হবে।

০৭। True Single Source হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেম (OEMS)-এর তথ্যভান্ডারে রক্ষিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আয়কে চূড়ান্ত ও সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ভুল/অসত্য তথ্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অসম্পূর্ণ বা ভুল আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮। সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৭ এর আবেদন অনলাইনে উপরে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনপূর্বক আগামী ৩১ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. তারিখ-এর মধ্যে দাখিল করতে হবে। কোন আবেদনের হার্ডকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। অনলাইন পদ্ধতিতে বিলম্বে আবেদন দাখিল/গ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পণ্য বিভাগ-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২৮/৭/২০২৬
(কুমকুম সুলতানা)
পরিচালক
পণ্য বিভাগ
E-mail: dir-commodity@epb.gov.bd

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

3 1 JUL 2026

এক বছরের রপ্তানি বাণিজ্যের নীতি জানাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

সমকাল প্রতিবেদক

রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য সমন্বিত নির্দেশনা হালনাগাদ করে মাস্টার সার্কুলার জারি করল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আগামী এক বছরে বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুসরণী সব নির্দেশনা এখানে যুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশনায় ডিজিটাল বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিকল্প ট্রেড ফাইন্যান্স ব্যবস্থার প্রসার এবং দেশের ক্রমবর্ধমান সেবা ও ই-কমার্সভিত্তিক রপ্তানি খাতের ওপর নতুন নিয়ম যুক্ত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা ব্যাংকগুলোতে পাঠানো হয়।

নতুন সার্কুলারে ১৬টি অংশে বিভক্ত নির্দেশনায় কাগজবিহীন বাণিজ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডকুমেন্টারি কালেকশনের আওতায় রপ্তানি দলিলের ইলেকট্রনিক উপস্থাপন ও ডিজিটাল ট্রেড ডকুমেন্ট প্রক্রিয়াকরণের একটি পরীক্ষামূলক কাঠামো চালুর নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সার্কুলারে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সসহ বিকল্প ট্রেড ফাইন্যান্স ব্যবস্থার জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক সংযোজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ফ্রিল্যান্সার ও ব্যক্তি পর্যায়ে সেবা রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন নিয়ে পৃথক একটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে, যাতে ডিজিটাল পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে রপ্তানি আয় দ্রুত দেশে আনা সহজ হয়। রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন, এক্সপোর্টার্স রিটেনশন কোটা হিসাব পরিচালনা, বিশেষায়িত অঞ্চলের রপ্তানি, মার্চেন্টিং ট্রেড, কাউন্টার-ট্রেড এবং রপ্তানিকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা-টাকা সোয়াপ সুবিধা-সংক্রান্ত বিদ্যমান নির্দেশনাও বহাল রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, ডিজিটাল ট্রেড ডকুমেন্টেশন, বিকল্প ট্রেড ফাইন্যান্স এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য পৃথক বিধান অন্তর্ভুক্ত হওয়া দেশের রপ্তানি খাতের পরিবর্তিত বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছে।

ঢাকা।

The Financial Express
31 JUL 2026

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir speaks at a dialogue on the food price chain, organised by the Centre for Policy Dialogue at BRAC Centre in Dhaka on Thursday. — PID

ICMAB calls for comprehensive reforms to ensure smooth LDC graduation

FE REPORT

The withdrawal of the least developed country (LDC)-specific trade benefits will create fresh challenges for Bangladesh's exports, the pharmaceutical industry, and international trade, Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir has said.

Although Bangladesh had fulfilled the criteria for graduating from the LDC category, the bigger challenge was to ensure that the transition was sustainable and beneficial for the economy, he told an event on Wednesday.

"Bangladesh should move forward with LDC graduation only after undertaking the necessary structural and institutional reforms," he said while addressing the strategic insight session titled "Bangladesh's Upcoming LDC Graduation: Navigating the Challenges of Sustainable Transition".

The programme was organised by the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) at the ICMAB Bhaban in the capital.

Muktadir -- who also oversees the industries, as well as the textiles and jute ministries -- attended the programme as the chief guest, while ICMAB President Md Kausar Alam presided over it.

The event brought together policymakers, business leaders, economists, professionals, and academics to assess Bangladesh's preparedness for the post-LDC era and identify measures needed to strengthen export competitiveness, attract investment, improve productivity, and ensure sustainable economic growth.

The commerce minister said a significant portion of the country's industrial sector was operating below capacity due to energy shortages.

He said the government was working to increase energy supplies, expand liquefied natural gas (LNG) infrastructure, restore stability in the banking sector, and simplify procedures for setting up and operating businesses.

Expressing optimism about Bangladesh's prospects, he said an adequate and reliable gas supply would significantly boost industrial production and support stronger economic growth.

Delivering the keynote presentation, Professor Dr Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), outlined the major challenges Bangladesh would likely face after LDC graduation, including intensified global competition, the gradual erosion of preferential tariff benefits, and the need for broader economic transformation.

He stressed the importance of raising productivity, diversifying exports, and accelerating policy and institutional reforms to enhance Bangladesh's competitiveness in the post-graduation period.

I SEE PAGE 11

I FROM PAGE 20

In his welcome address, the ICMAB president highlighted the role of professional accountants in supporting businesses and policymakers during the country's economic transition.

He also outlined plans to ensure the rapid and fully digital delivery of essential services for investors, including company registration, trade licensing, and import-export registration.

Md Abdur Rahman Khan, former chairman of the ... potential but emphasised that effective implementation of policies and strategies would determine whether the country could fully realise its opportunities.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Mahmud Hasan Khan said increasing domestic value addition and export retention had become more important than simply expanding export volumes.

He said the ready-made garment sector could ... at least 10 per cent

Nasser Shahrear Zahedee, and former NBR chairman Rahman attended the programme as special guests.

Eleash Mridha, managing director of PRAN Group, participated as the discussant, while Arif Khan, former president of ICMAB, moderated the session.

Monjur Md Shaiful Azam, secretary of ICMAB, delivered the vote of thanks.

The speakers agreed that while LDC graduation would mark a significant milestone in Bangladesh's development journey, its

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir speaks at a dialogue on the food price chain, organised by the Centre for Policy Dialogue at BRAC Centre in Dhaka on Thursday. — PID

ICMAB calls for comprehensive reforms to ensure smooth LDC graduation

FE REPORT

The withdrawal of the least developed country (LDC)-specific trade benefits will create fresh challenges for Bangladesh's exports, the pharmaceutical industry, and international trade, Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir has said.

Although Bangladesh had fulfilled the criteria for graduating from the LDC category, the bigger challenge was to ensure that the transition was sustainable and beneficial for the economy, he told an event on Wednesday.

"Bangladesh should move forward with LDC graduation only after undertaking the necessary structural and institutional reforms," he said while addressing the strategic insight session titled "Bangladesh's Upcoming LDC Graduation: Navigating the Challenges of Sustainable Transition".

The programme was organised by the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) at the ICMAB Bhaban in the capital.

Muktadir -- who also oversees the industries, as well as the textiles and jute ministries -- attended the programme as the chief guest, while ICMAB President Md Kausar Alam presided over it.

The event brought together policymakers, business leaders, economists, professionals, and academics to assess Bangladesh's preparedness for the post-LDC era and identify measures needed to strengthen export competitiveness, attract investment, improve productivity, and ensure sustainable economic growth.

The commerce minister said a significant portion of the country's industrial sector was operating below capacity due to energy shortages.

He said the government was working to increase energy supplies, expand liquefied natural gas (LNG) infrastructure, restore stability in the banking sector, and simplify procedures for setting up and operating businesses.

Expressing optimism about Bangladesh's prospects, he said an adequate and reliable gas supply would significantly boost industrial production and support stronger economic growth.

Delivering the keynote presentation, Professor Dr Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), outlined the major challenges Bangladesh would likely face after LDC graduation, including intensified global competition, the gradual erosion of preferential tariff benefits, and the need for broader economic transformation.

He stressed the importance of raising productivity, diversifying exports, and accelerating policy and institutional reforms to enhance Bangladesh's competitiveness in the post-graduation period.

I SEE PAGE 11

I FROM PAGE 20

In his welcome address, the ICMAB president highlighted the role of professional accountants in supporting businesses and policymakers during the country's economic transition.

He also outlined plans to ensure the rapid and fully digital delivery of essential services for investors, including company registration, trade licensing, and import-export registration.

Md Abdur Rahman Khan, former chairman of the National Board of Revenue (NBR) and erstwhile president of ICMAB, said good governance, infrastructure development, policy continuity, and political stability would be critical to Bangladesh's success after LDC graduation.

He said Bangladesh possessed enormous potential but emphasised that effective implementation of policies and strategies would determine whether the country could fully realise its opportunities.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Mahmud Hasan Khan said increasing domestic value addition and export retention had become more important than simply expanding export volumes.

He said the ready-made garment sector could achieve at least 10 per cent growth if the energy situation improved and the industry gained greater access to low-cost financing.

Besides, he urged the Bangladesh Bank to expand its special financing facilities for the sector.

The BGMEA president, Radiant Group Chairman Md Nasser Shahrear Zahedee, and former NBR chairman Rahman attended the programme as special guests.

Eleash Mridha, managing director of PRAN Group, participated as the discussant, while Arif Khan, former president of ICMAB, moderated the session.

Monjur Md Shaiful Azam, secretary of ICMAB, delivered the vote of thanks.

The speakers agreed that while LDC graduation would mark a significant milestone in Bangladesh's development journey, its long-term success would depend on comprehensive structural reforms, energy security, banking sector stability, skilled human resources, policy consistency, and the creation of a predictable, investment-friendly business environment.

doulotakter11@gmail.com

31 JUL 2026 The Daily Star

Prepare for LDC graduation despite possible delay

Bangladesh must sustain reforms regardless of graduation deferment, CPD economist stresses

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh should continue preparing for graduation from the group of Least Developed Countries (LDCs), even if the transition is deferred by a few years, as postponement should not distract from the reforms needed to ensure a smooth and sustainable graduation, an economist said on Wednesday.

"The deferment of graduation should not be seen as a diversion from what needs to be done, nor should it serve as an excuse for failing to take the necessary steps to ensure Bangladesh's smooth and sustainable LDC graduation," said Mustafizur Rahman, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

The UN General Assembly (UNGA) is scheduled to decide on Bangladesh's request to defer its graduation in September 2026.

Approval of the request to extend the preparatory period by three years will require the support of a majority of member states (50 percent plus one).

Nepal has also submitted a similar request, Mustafizur said while presenting a keynote on Bangladesh's sustainable LDC graduation at an event organised by the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) in Dhaka.

Bangladesh will need to pursue proactive diplomacy to secure support at the UNGA, particularly from its traditional development

TAKEAWAYS

- UN General Assembly Decision due in September 2026
- Approval required from majority of UN member states (50% plus one)
- Support from key development partners crucial
- UN CDP says 3yr extension follows precedent
- Warns that graduation delay has trade-offs

> "The deferment of graduation should not be seen as a diversion from what needs to be done, nor should it serve as an excuse for failing to take the necessary steps to ensure Bangladesh's smooth and sustainable LDC graduation
>
> **Mustafizur Rahman**
> Distinguished fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD)

> "The government had sought deferment to make the transition more sustainable
>
> **Khandakar Abdul Muktadir**
> Commerce minister

AI-ASSISTED INFOGRAPHIC

Centre for Policy Dialogue (CPD).

The UN General Assembly (UNGA) is scheduled to decide on Bangladesh's request to defer its graduation in September 2026.

Approval of the request to extend the preparatory period by three years will require the support of a majority of member states (50 percent plus one).

Nepal has also submitted a similar request, Mustafizur said while presenting a keynote on Bangladesh's sustainable LDC graduation at an event organised by the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) in Dhaka.

Bangladesh will need to pursue proactive diplomacy to secure support at the UNGA, particularly from its traditional development partners, including the European Union (EU), Canada, Australia, the United Kingdom, Japan, China and India, he said.

graduation

Mustafizur Rahman
Distinguished fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD)

"The government had sought deferment to make the transition more sustainable

Khandakar Abdul Muktadir
Commerce minister

AI-ASSISTED INFOGRAPHIC

Approval of the request to extend the preparatory period by three years will require the support of a majority of member states

The Bangladesh government is also mobilising development partners based in the country so they can advocate Bangladesh's case in their respective capitals.

At its meeting with Bangladesh government representatives in May 2026 and in its Crisis Assessment Report on Bangladesh, the UN Committee for Development Policy (CDP) observed that while Bangladesh had justified reasons to seek an extension, it had exceeded all three graduation thresholds by a significant margin.

The CDP said the request for a three-year extension was consistent with the practice followed in all five previous extensions granted to graduating countries.

An expert advisory body to the UN Economic and Social Council, the CDP also highlighted uncertainty arising from external shocks and acknowledged the time needed to adjust priorities under the Smooth Transition Strategy (STS), the roadmap for Bangladesh's LDC graduation.

However, it warned that prolonging Bangladesh's stay in the LDC category despite comfortably meeting the graduation criteria would delay the benefits of graduation, according to the keynote.

During a panel discussion, Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir said the government had sought deferment to make the transition more sustainable, warning that inadequate preparation could lead to economic stagnation and setbacks.

He said medicine prices could rise after graduation because manufacturers would need to purchase patents for some drugs, making them less affordable for consumers.

The minister also said Bangladesh lacks LNG storage facilities, leaving industries vulnerable during global crises such as wars.

He added that the government plans to introduce a digital business registration portal that will reduce the approval time for all required documents to 14 days from the current 355 days.

The process is expected to be completed this year, the minister said.

Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said Bangladesh must secure a trade agreement with the EU to retain duty-free market access. Otherwise, exporters could lose competitiveness to India, which has already signed a free trade agreement with the bloc.

Md Abdur Rahman Khan, former chairman of the National Board of Revenue, said Bangladesh would already have graduated had it not been for the fallout from Covid-19.

Eleash Mridha, managing director of PRAN Group, urged the government to sign a trade agreement with the Association of Southeast Asian Nations to expand access to Asian markets.

Md Nasser Shahrear Zahedee, chairman of the Radiant Group, said the pharmaceutical sector should not worry about LDC graduation, as local companies could partner with foreign firms to benefit from patent protection after graduation.

31 JUL 2026 The Daily Star

Is Bangladesh read semiconductor

MIND THE GAP

Barrister Noshin Nawal
is a columnist for The Daily Star. She can be reached at nawalnoshin1@gmail.com.

NOSHIN NAWAL

For decades, Bangladesh's economic identity could be stitched into a clothing label. Readymade garment (RMG) products transformed the country from an aid-dependent economy into a celebrated market presence. The industry became Bangladesh's principal economic success story, its diplomatic calling card and, increasingly, its comfort zone. That comfort is now being disturbed.

Long celebrated as the world's second-largest apparel exporter after China, Bangladesh is currently facing mounting competition from Vietnam. Whether the country has already slipped into third place will become clearer with the revelation of latest trade data and how apparel exports are classified, but the broader warning cannot be dismissed. Vietnam has strengthened its position through better logistics, deeper integration into global trade agreements, higher-value manufacturing, and a more diversified industrial base. Bangladesh, meanwhile, remains heavily dependent on cotton-based, lower-value garments while confronting rising energy costs, banking weakness, and increasingly demanding global buyers.

Losing a place in an international ranking would not, by itself, signal an economic crisis. The RMG industry remains indispensable. But it is a reminder that no comparative advantage lasts forever. A country that has relied on a single export engine for decades must begin thinking seriously about the next one. Prime Minister Tarique Rahman believes that next engine could be semiconductor chips.

At the National Semiconductor Symposium and BEAR Summit 2026, the government declared the industry a national priority, promising incentives, infrastructure, and support designed to position Bangladesh within one of the world's most strategically important supply chains. It is an appealing vision. Chips power smartphones, vehicles, medical equipment, renewable-energy systems, artificial intelligence, and modern defence technologies. Governments across the world are investing billions to strengthen domestic capabilities and diversify supply chains in this regard.

Bangladesh already possesses some of the components needed to participate in chip manufacturing. It has thousands of engineering graduates, a small but dedicated chip-design sector, and a growing technical diaspora working throughout the global semiconductor chip ecosystem. The mistake would be assuming that participating in the semiconductor industry means building chip factories. The semiconductor chip value chain consists of three distinct activities: chip design; wafer fabrication; and assembly, testing, and packaging. Each step requires fundamentally different combinations of capital, expertise, and infrastructure.

Chip designing involves creating the architecture of integrated circuits and verifying that they function correctly before production. It is highly specialised engineering work that relies on skilled labour and sophisticated software. Wafer fabrication is the opposite. It requires multibillion-dollar fabrication plants, ultra-pure water, specialised chemicals, precision machinery, uninterrupted electricity, and a mature industrial ecosystem built over decades. Assembly, testing, and packaging make up the final stage, where manufactured chips are prepared for commercial use.

Bangladesh may have a realistic semiconductor future, but it does not yet have a realistic fabrication future. According to the Bangladesh Investment Development Authority, the country has more than 700 chip designers, produces over 20,000 computer and electrical engineering graduates annually, and earned more than $8 million from semiconductor exports in 2024. These are modest figures, but they demonstrate that the country is not starting from zero. Local companies already provide design, verification, and embedded systems services to international clients.

Bangladesh's strongest opportunity therefore lies in becoming a competitive centre for chip design, verification, and product engineering rather than attempting to replicate Taiwan's manufacturing model. Verification, physical design, and embedded software development all require specialised talent but comparatively modest physical infrastructure. A technically capable engineering workforce operating at competitive costs could become attractive to multinational semiconductor firms seeking to diversify operations beyond established centres such as India and Taiwan. However, inexpensive engineers alone do not create a chip industry. If they did, every developing country with engineering universities would already be designing chips.

Beyond having the right university degree, modern chip development requires practical expertise in electronic-design automation software, verification methodologies, hardware security, timing analysis, power optimisation, and rigorous engineering documentation. Universities therefore need access to industry-standard software, experienced instructors, well-equipped

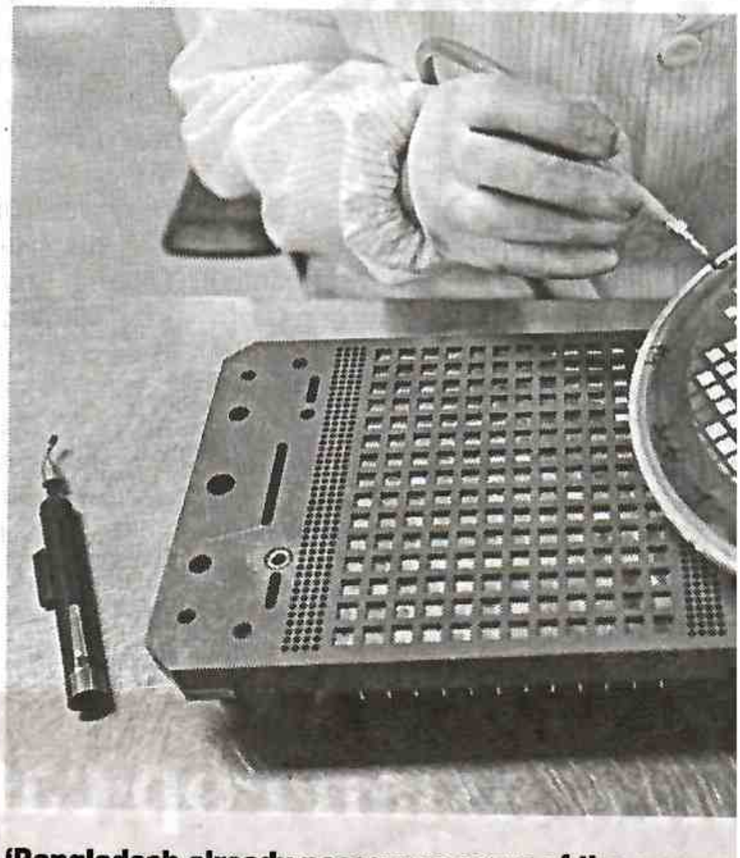

'Bangladesh already possesses some of the compor manufacturing.'

laboratories, internships, and opportunities for engineering students to complete real chip design projects.

The greater challenge for Bangladesh is producing engineers whom international companies will trust with intellectual property worth hundreds of millions of dollars. Trust may ultimately matter as much as technical capability. Semiconductor chip designs rank among the world's most commercially sensitive assets. Investors will examine Bangladesh's cybersecurity standards, protection of intellectual property, contract enforcement, regulatory predictability, and the integrity of its digital infrastructure. A single major incident involving stolen designs or compromised customer data could damage confidence

acros
Inf
obsta
occas
backu
futur
Semi
that i
stable
matte
engin
comp
borde
Bangl
electr
qualit
and s
meeti

by glol
The
to inc
$8 mi
deserv
fold i
represe
outcor
major
substa
an org
indust
ambiti
risks a
progre
trainin
annou
indust

lesh ready to build nductor chips?

capable engineering workforce operating at competitive costs could become attractive to multinational semiconductor firms seeking to diversify operations beyond established centres such as India and Taiwan. However, inexpensive engineers alone do not create a chip industry. If they did, every developing country with engineering universities would already be designing chips.

Beyond having the right university degree, modern chip development requires practical expertise in electronic-design automation software, verification methodologies, hardware security, timing analysis, power optimisation, and rigorous engineering documentation. Universities therefore need access to industry-standard software, experienced instructors, well-equipped laboratories, internships, and opportunities for engineering students to complete real chip design projects.

The greater challenge for Bangladesh is producing engineers whom international companies will trust with intellectual property worth hundreds of millions of dollars. Trust may ultimately matter as much as technical capability. Semiconductor chip designs rank among the world's most commercially sensitive assets. Investors will examine Bangladesh's cybersecurity standards, protection of intellectual property, contract enforcement, regulatory predictability, and the integrity of its digital infrastructure. A single major incident involving stolen designs or compromised customer data could damage confidence across the entire sector.

Infrastructure presents another significant obstacle. Design companies can tolerate occasional power interruptions by relying on backup systems. Testing, packaging, and any future manufacturing operations cannot. Semiconductor businesses require electricity that is not merely available but exceptionally stable. Efficient customs procedures also matter because specialised equipment, engineering samples, and prototype components frequently move across borders under tight commercial deadlines. Bangladesh will therefore require reliable electricity, faster customs clearance, high-quality international digital connectivity, and specialised industrial zones capable of meeting the operational standards expected by global technology firms.

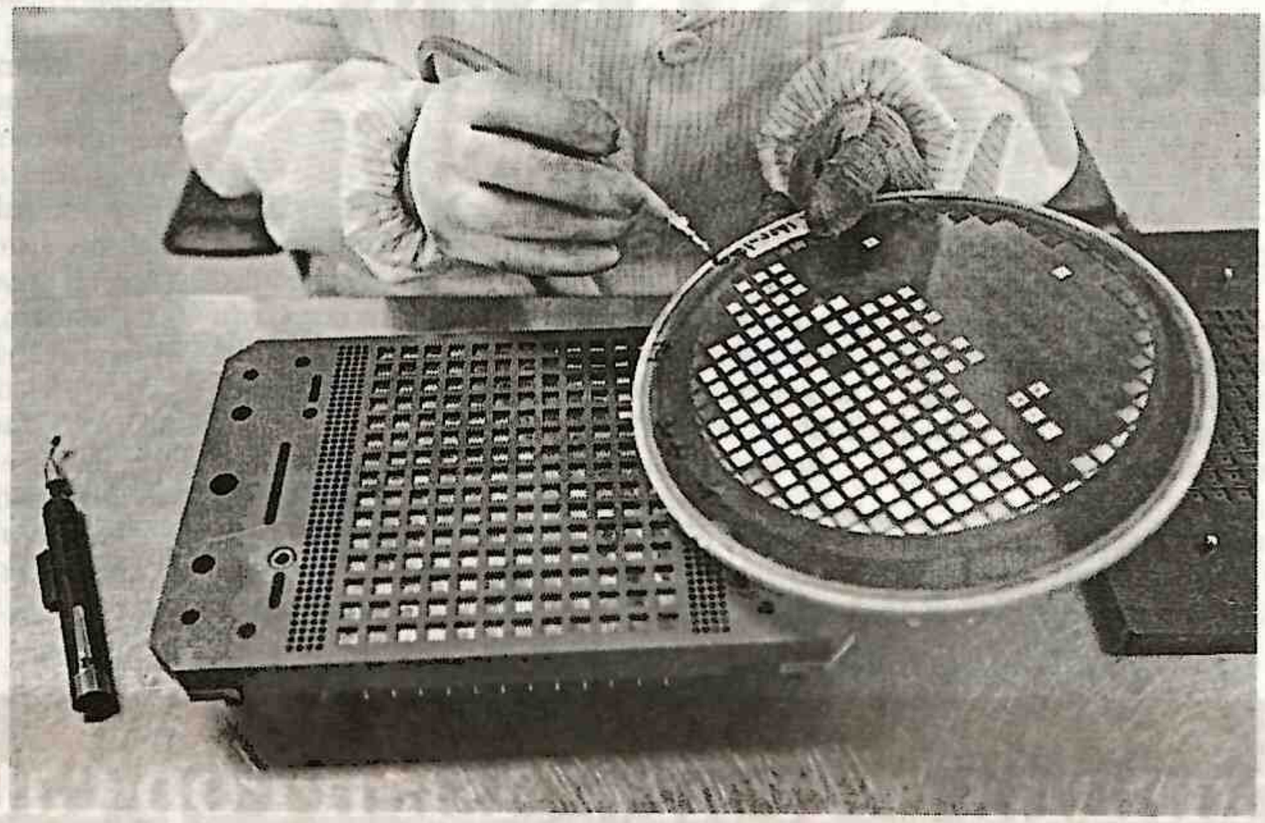

'Bangladesh already possesses some of the components needed to participate in chip manufacturing.'
PHOTO: REUTERS

The government's reported ambition to increase semiconductor exports from $8 million in 2024 to $1 billion by 2030 deserves particular scrutiny. A 125-fold increase in roughly six years would represent extraordinary growth, and such an outcome is conceivable only if one or more major multinational companies establish substantial operations in Bangladesh. As an organic target for the country's existing industry, however, it appears highly ambitious. Overly optimistic targets carry risks as governments may begin measuring progress through company registrations, training certificates, or promotional announcements rather than genuine industrial capability. And, semiconductor industries are built through accumulated expertise, international credibility, and long-term investment.

A more realistic strategy would be to proceed in stages. During the next several years, Bangladesh should concentrate on expanding chip design, verification, embedded systems, and technical education. Government support should focus on design laboratories at universities, access to commercial design software, overseas fabrication opportunities for locally developed chips, and attracting international semiconductor companies to establish engineering centres in Bangladesh.

As experience and credibility grow, the country could gradually expand into independent testing laboratories, product validation, and advanced packaging. Only after developing reliable infrastructure, an experienced workforce, and sustained customer demand should Bangladesh consider any form of domestic wafer fabrication. Even then, the realistic objective would be mature or specialised chips used in industrial equipment, sensors, power management, and household electronics rather than competing directly with the world's most advanced fabrication facilities.

Bangladesh can also create considerable value without manufacturing chips domestically by developing intellectual property tailored to national and regional needs, including agricultural sensors, flood-monitoring systems, smart electricity meters, medical devices, and power-management technologies, while relying on established overseas foundries for fabrication. Many successful technology companies own valuable chip designs without operating fabrication plants.

The semiconductor chip initiative therefore deserves both support and scrutiny. Diversifying beyond garments would strengthen Bangladesh's economic resilience, create highly skilled employment, and integrate the country into one of the world's fastest-growing industries. But success will not come from summit declarations, renamed technology parks, or ambitious export targets alone.

Bangladesh needs to become a trusted destination for engineering talent, dependable institutions, and world-class technical capability. If it can achieve those foundations, semiconductor design and related services could become a meaningful pillar of the country's future economy.

The chips may be microscopic, but the challenge is vast. Bangladesh's next economic transformation will depend entirely on the discipline with which it can turn its ambitions into reality.